বাংলাদেশ একচুয়ারি অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া

বাংলাদেশ একচুয়ারি অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারাসমূহ

ধারা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১
২	সংজ্ঞা	৩
৩	ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা	৩
৪	ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য	৩
৫	ইনস্টিটিউটের কার্যালয়	৩
৬	কাউন্সিল গঠন	৩
৭	কাউন্সিলের পদাধিকারীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৪-৬
৮	বার্ষিক সাধারণ সভা	৬
৯	কাউন্সিলের নির্বাচন	৬
১০	কাউন্সিলের মেয়াদ	৭
১১	কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৭
১২	কাউন্সিলের সভা	৮
১৩	কাউন্সিলের কমিটি	৮-৯
১৪	কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, ট্রেজারার ও সদস্যগণের পদত্যাগ	৯
১৫	ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী	৯
১৬	কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি	১০
১৭	সদস্য-রেজিস্টার	১০
১৮	সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ	১০
১৯	বিদেশী নাগরিক ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ	১১
২০	সদস্যভুক্তির অযোগ্যতা	১১
২১	পেশাগত অসদাচরণ	১১-১৩
২২	পেশাগত অসদআচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ	১৩
২৩	সদস্য রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণ	১৪
২৪	সদস্য রেজিস্টার হইতে শাস্তি সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সনদ বাতিলকরণ	১৪
২৫	সদস্যদের শ্রেণী ও মর্যাদা	১৪
২৬	পেশা পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ	১৫
২৭	সদস্যগণ একচুয়ারিরুপে পরিচিত হইবেন	১৬
২৮	ইনস্টিটিউটের তহবিল	১৬
২৯	হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা	১৭
৩০	কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান	১৭
৩১	প্রতারণামূলকভাবে ইনস্টিটিউটের সদস্য দাবি করিবার দন্ড	১৭
৩২	প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের নাম ব্যবহারের দন্ড	১৮
৩৩	একচুয়ারিয়াল পেশায় নিয়োজিত হইবার অযোগ্যতা	১৮
৩৪	অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক দলিল সমূহে স্বাক্ষর করিবার দন্ড	১৮
৩৫	কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	১৮
৩৬	মান নির্ধারণ ও যাচাইকরণ বোর্ড গঠন	১৯
৩৭	মান নির্ধারণ ও যাচাইকরণ বোর্ড সদস্যদের কার্যক্রম	১৯

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৮

৩৮	মামলা, তদন্ত ও বিচার	২০
৩৯	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২০
৪০	বাধা অপসারণের ক্ষমতা	২০
৪১	ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	২০

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ একচ্যুয়ারি অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সনের........ নং অধ্যাদেশ)

একচুয়ারিয়াল পেশার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু বীমা শিল্পে ও অন্যান্য পেশায় একচুয়ারিয়াল পেশার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং এই পেশা সংক্রান্ত শিক্ষাদান, পাঠদান, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একচুয়ারিয়াল ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (এআইবি) নামীয় একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।— (১) এই আইন "বাংলাদেশ একচুয়ারি অধ্যাদেশ, ২০২৫" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'আর্থিক বৎসর' অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে জুন মাসের শেষ দিবস;

(খ) 'এসোসিয়েট' অর্থ ইনস্টিটিউটের একজন এসোসিয়েট সদস্য;

(গ) 'ফেলো' অর্থ ইনস্টিটিউটের একজন ফেলো সদস্য

(ঘ) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত **ইনস্টিটিউট অব একচুয়ারিজ বাংলাদেশ (আইএবি);**

(ঙ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন গঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(চ) 'কর্মচারী' অর্থ ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মচারী;

(ছ) 'একচুয়ারি' অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ একচুয়ারিয়াল ইনস্টিটিউটের একজন এসোসিয়েট অথবা ফেলো সদস্য;

(জ) 'কাউন্সিল 'অর্থ ধারা ৭ এ উল্লিখিত ইনস্টিটিউটের কাউন্সিল;

(ঝ) 'কাউন্সিলের সদস্য' অর্থ ইনস্টিটিউটের কাউন্সিলের একজন সদস্য;

(ঞ) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি বা প্রবিধান বা গাইডলাইন বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত;

(ট) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঠ) 'প্রেসিডেন্ট' অর্থ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ড) 'ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল' অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল;

(ঢ) 'বৎসর' অর্থ একটি পঞ্জিকা বৎসর;

(ত) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(থ) 'ভাইস প্রেসিডেন্ট' অর্থ কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট;

(দ) 'সদস্য' অর্থ ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট বা ফেলো;

(ধ) 'সদস্য-রেজিস্টার' অর্থ সদস্যগণের নাম ও তথ্য সম্বলিত রেজিস্টার; এবং

(ন) 'একচুরিয়াল সোসাইটি' অর্থ সোসাইটি আইন ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধিত Actuarial Society of Bangaldesh।

(২) 'পেশায় নিয়োজিত সদস্য' অর্থ এইরূপ সদস্য যিনি এই আইনের অধীন নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করিয়া একক ব্যক্তিরূপে অথবা পেশায় নিয়োজিত ইনস্টিটিউটের এক বা একাধিক সদস্যের অংশগ্রহণে গঠিত প্রতিষ্ঠানরূপে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে-

(ক) নিজেকে একচুয়ারিয়াল পেশায় নিয়োজিত করেন; বা

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(খ) ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে, পরিকল্পনা ও কার্যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়নে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট একচুয়ারি এবং আর্থিক প্রতিবেদন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সংক্রান্ত সেবা প্রদানের প্রস্তাব বা উহা সম্পাদন করেন; বা

(গ) বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ও পেনশন সংক্রান্ত নথি ও প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত বিবরণী প্রত্যয়নের লক্ষ্যে নিরীক্ষা বা নিশ্চয়তা সেবার সহিত জড়িত সেবাসমূহ সম্পাদনের প্রস্তাব বা সম্পাদন করেন; বা

(ঘ) বীমা পণ্য বা সেবার ব্যয় অথবা মূল্য নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ সম্পাদনের প্রস্তাব বা উহা সম্পাদন করেন।

(ঙ) ইন্স্যুরেন্স এর সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, ব্যয় সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ, উপাত্তসমূহ, এতসম্পর্কিত বিষয়াদি নথিবদ্ধকরণ, উপস্থাপন অথবা প্রত্যয়নপত্র প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে বা তৎসম্পর্কে পেশাগত সেবা অথবা সহায়তা প্রদান করেন;

(চ) এইরূপ অন্যান্য সেবা প্রদান করেন যাহা সরকার বা কর্তৃপক্ষ একজন একচুয়ারির কার্যাবলি হিসাবে নির্ধারণ করে; বা

(ছ) এইরূপ অন্যান্য সেবা প্রদান করেন যাহা কাউন্সিলের অভিমত অনুযায়ী পেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন বা পেশায় নিয়োজিত হইবেন এইরূপ একজন একচুয়ারি কর্তৃক প্রদান করা হয় অথবা প্রদান করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ''পেশায় নিয়োজিত সদস্য'' অর্থে যে কোনো ব্যক্তির অধীনে সার্বক্ষণিক বেতনভুক্ত একজন এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(৩) এই আইনে যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।— (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর, যথা শীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইনস্টিটিউট অব একচুয়ারিজ বাংলাদেশ (আইএবি) প্রতিষ্ঠা করিবে এবং Actuarial Society of Bangaldesh বিলুপ্ত হইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য।—**

(১) একচুয়ারিয়াল মান নির্ধারণ ও প্রমিতকরণ

(২) একচুয়ারিয়াদের মধ্যে পেশাগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, একচুয়ারিয়াল জ্ঞান, একচুয়ারিয়াল প্র্যাকটিস ও তাদের আচরণের মান উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;

(৩) একচুয়ারিয়াল পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি করা;

(৪) বাংলাদেশের একচুয়ারিয়াল পেশার সদস্যদের পেশাগত কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ করা;

(৫) জনস্বার্থে একচুয়ারিয়াল সাইন্স ও তার প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জ্ঞান ও গবেষণা করা; এবং

(৬) উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বা উহাদের যেকোনো একটি অর্জনে সহায়ক বা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা।

৫। **ইনস্টিটিউটের কার্যালয়।**—(১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কাউন্সিল গঠন।**—(১) ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউটের একটি কাউন্সিল থাকিবে। **বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে প্রথম তিন মেয়াদে উক্ত কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইবেন। উক্ত মেয়াদ শেষে প্রেসিডেন্ট পদটি উপধারা ২ এ বর্ণিত অন্যান্য পদাধিকারীদের ন্যায় নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণীয় হইবে।**

(২) কাউন্সিলের মধ্য হইতে পদাধিকারীগণ অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি ও ট্রেজারার কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(৩) ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ কর্তৃক ৭ (সাত) জন ফেলো বা এসোসিয়েট কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হইবেন।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

তবে শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউটের কোন ফেলো বা এসোসিয়েটে যদি উক্ত আইনের ২২ ধারায় উল্লিখিত কোন অসদাচরণ বা তফসিলে বর্ণিত অসদআচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তিনি কাউন্সিলের জন্য মনোনীত হইবেন না যদি না তিনি-

ক) অত্র আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের ফলে আরোপিত শাস্তির ৩ (তিন) বছর অতিবাহিত না হয়; এবং

(৪) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মনোনীত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়) সদস্য হইবেন;

(৫) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি সদস্য হইবেন;

(৬) ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মচারী কাউন্সিলের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না এবং সরকারের কোন পদে চাকুরীরত অন্যকোন ব্যক্তি কাউন্সিলের কোন সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না;

(৭) কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি ও ট্রেজারার পদটি অনরারি পদ হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আইন জারির ২ মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের প্রথম কাউন্সিল গঠন করিবে এবং পরবর্তী দেড় বৎসরের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় নুতন কাউন্সিল গঠন ও দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত কাউন্সিল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। প্রথম কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হইতে কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি ও ট্রেজারার পদ নির্ধারণ করিবে যাহারা পরবর্তী কাউন্সিল কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

৭। কাউন্সিলের পদাধিকারীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

১) প্রেসিডেন্ট:

ক) প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তিনি সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করিবেন।

খ) প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল সভায় অন্যান্যদের মতো ১টি ভোট প্রদান করতে পারবেন। যদি কোন বিষয়ে কোন মতামতের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট পরে সেইরুপ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট আরেকটি ভোট (casting vote) প্রদান করিতে পারিবেন।

২) ভাইস প্রেসিডেন্ট:

ক) প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত বা অক্ষম থাকলে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বা কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত যেকোনো বিশেষ দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করিবেন।

গ) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা ও মনিটরিং করিবেন এবং কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করিবেন।

ঘ) প্রেসিডেন্ট বা কাউন্সিলের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটি বা সাব-কমিটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন।

ঙ) প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

চ) প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা এবং সদস্যদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করিবেন।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

ছ) কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউটের কোন বিষয়ে ইনস্টিটিউটের পক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট বা জেনারেল সেক্রেটারি লিখিত বিবৃতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৩) জেনারেল সেক্রেটারি:

ক) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যোগাযোগ করিবেন এবং হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম ব্যতিত সদস্যদের সকল রেজিস্টার সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।

খ) ইনস্টিটিউটের সকল সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ করিবেন।

গ) ইনস্টিটিউটের কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন, প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন;

ঘ) সদস্যপদ গ্রহণ, নবায়ন ও সদস্যপদ সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিক নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত নোটিশ, সার্কুলার এবং অফিসিয়াল চিঠিপত্র সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

চ) কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবেন এবং প্রশাসনিক কাজের তদারকি করিবেন।

ছ) কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report) প্রস্তুত করিবেন।

জ) ইনস্টিটিউটের নিয়মাবলি ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত রেকর্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজনে সদস্যদের নিকট তা উপস্থাপন করিবেন ।

ঝ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

৪) ট্রেজারার:

ক) ইনস্টিটিউটের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

খ) ইনস্টিটিউটের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা এবং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত দুইজন স্বাক্ষরকারীর (যেমন প্রেসিডেন্ট ও ট্রেজারার) যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন নিশ্চিত করিবেন।

গ) সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা, ফি, দান ও অন্যান্য আর্থিক প্রাপ্তি সংগ্রহ এবং রসিদ প্রদান করার বিষয় তত্ত্বাবধান করিবেন।

ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের ব্যয় সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

ঙ) ইনস্টিটিউটের আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা এবং তা কাউন্সিল ও সাধারণ সভায় উপস্থাপন করার বিষয় তত্ত্বাবধান ও নিশ্চিত করিবেন।

ছ) কাউন্সিল সভায় আর্থিক পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করা।

জ) কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউটের তহবিল (Fund) নিরাপদভাবে বিনিয়োগ বা ব্যবহার নিশ্চিত করিবেন।

ঝ) আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ঞ) সদস্যদের আর্থিক পাওনা/বকেয়া সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি ও ট্রেজারার তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ও তার অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন।

৮। বার্ষিক সাধারণ সভা- ১) কাউন্সিলের নির্বাচন বা অন্য কোন বিষয় যাহা বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য উপযুক্ত, তাহার জন্য প্রতি দুই বছরে কমপক্ষে একবার কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কাউন্সিল গঠনের প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে, এক্ষেত্রে উক্ত সময়কালে আর কোন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইবেনা।

২) কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় বর্ধিত করিতে পারে।

৯। কাউন্সিলের নির্বাচন ।— (১) ধারা ৬ এর উপধারা ৩ এ উল্লিখিত কাউন্সিল সদস্যগণের নির্বাচন নিম্নোক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইবে-

ক) বার্ষিক সাধারণ সভায় (Annual General Meeting) প্রতি দুই (২) বছরের জন্য ইনস্টিটিউটের ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্যদের ভোটে সর্বমোট সাত (৭) জন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

খ) কাউন্সিল হতে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য থাকিবেন।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

গ) প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার এবং জেনারেল সেক্রেটারি কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং তাহারা টানা দুই (২) মেয়াদের অধিক দায়িত্বে থাকিতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার এবং জেনারেল সেক্রেটারি পদে মনোনয়নের জন্য যদি কোনও যোগ্য ব্যক্তি না থাকে, তবে বিদ্যমান কাউন্সিল সদস্যরা অতিরিক্ত টানা মেয়াদে দায়িত্ব পালনের জন্য পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন।

ঘ) ভাইস-প্রেসিডেন্টের মেয়াদ সমাপ্ত হইলেও, উত্তরসূরি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাহারা পদে বহাল থাকিবেন।

চ) ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার এবং জেনারেল সেক্রেটারি একই সময়ে একাধিক পদে থাকিতে পারিবেন না।

ছ) নতুনভাবে নির্বাচিত কাউন্সিল এবং কর্মকর্তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

জ) ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্যরা কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারিবেন। নির্বাচনে প্রার্থীদেরকে ইনস্টিটিউটের অপর এক সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত এবং আরেকজন দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, এবং তাঁকে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে অথবা সভার পূর্বেই জেনারেল সেক্রেটারিকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে যে তারা নির্বাচিত হইলে দায়িত্ব পালনে সম্মত আছেন।

১০। **কাউন্সিলের মেয়াদ**।—কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভার তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

১১। **কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি** ।- ১) অত্র ইনস্টিটিউট গঠনের প্রথম পাঁচ (৫) বৎসর স্টুডেন্ট সদস্যগণ যেন কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত International Actuarial Association সদস্যভুক্ত ইনস্টিটিউট বা সোসাইটির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে সক্ষম হয় তাহার জন্য পাঠদান, প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

২) অত্র ইনস্টিটিউট গঠনের পাঁচ (৫) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিলেবাস ও পদ্ধতিতে স্টুডেন্ট সদস্যদের জন্য পাঠদান, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা আয়োজন করিবে এবং উত্তীর্ণ সদস্যদের সনদ প্রদান করিতে পারিবে।

২) অন্যান্য কার্যাবলী ও ক্ষমতা:-

(ক) শিক্ষাদান, পাঠদান, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত স্বীকৃত বা অনুমোদিত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ অথবা অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি, ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন সংক্রান্ত গাইডলাইন্স প্রণয়ন;

(গ) সদস্যপদ প্রদান, পেশাগত সনদ অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান এবং বাতিলকরণ;

(ঘ) সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতার মর্যাদা নির্ধারণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ;

(ঙ) সদস্য পদের জন্য ফি, সদস্যদের বাৎসরিক ফি, ছাত্রভর্তি ফি, পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ফি নির্ধারণ;

(চ) ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয় ও স্টাডি সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষাদান, পাঠদান, পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ ফিসহ পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম ফি নির্ধারণ;

(ছ) শিক্ষক, প্রশিক্ষক বা ফ্যাকাল্টিদের সম্মানী নির্ধারণ;

(জ) শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও গাইড লাইনন্স প্রণয়ন;

(ঝ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত সিলেবাস, কারিকুলাম ও মডিউল প্রণয়ন এবং পরীক্ষাসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণ;

(ঞ) ইন্স্যুরেন্স পেশা, ব্যাংকিং অথবা ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনীতি সংক্রান্ত অন্য কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে, কাউন্সিলের সদস্য ব্যতীত, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন;

(ট) একচুয়ারিয়াল সেবা প্রদান সংক্রান্ত মানদন্ড নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) সদস্য ও পেশায় নিয়োজিত সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ, তালিকা হইতে নাম অপসারণ এবং অপসারিত নামসমূহ তালিকায় পুনঃঅন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ;

(ড) সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(ঢ) এই অধ্যাদেশ, ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন;

(ণ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ে একচুয়ারিয়াল পরামর্শ প্রদান;

(প) বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ;

(ফ) কমিটির সদস্যের সভার সম্মানী নির্ধারণ।

১২। **কাউন্সিলের সভা।**— (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কাউন্সিলের সভা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) সভার তারিখ, সময় ও স্থান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৩) সভা আহ্বান, সভার কোরাম, সভায় উপস্থিতি, ভোটাধিকার ও সম্মানীসহ ইত্যাদি বিষয়াদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত গাইডলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

১৩। **কাউন্সিলের কমিটি।**— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন ও উহার কর্মপরিধি ও সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রাসংগিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া কাউন্সিলের নিম্নরূপ স্থায়ী কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি;

(খ) শিক্ষা কমিটি;

(গ) পরীক্ষা কমিটি;

(ঘ) গবেষণা ও উন্নয়ন কমিটি; এবং

(ঙ) শৃঙ্খলা কমিটি।

(৩) কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রেসিডেন্ট;

(খ) ভাইস প্রেসিডেন্ট; এবং

(গ) কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য। যাহাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ হইতে মনোনীত সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

(৪) শিক্ষা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস প্রেসিডেন্ট; এবং

(খ) কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন সদস্য।

(৫) পরীক্ষা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস প্রেসিডেন্ট;

(খ) জেনারেল সেক্রেটারি

(গ) কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য। যাহাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ হইতে মনোনীত সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

(৬) গবেষণা এবং উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ট্রেজারার;

(খ) কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন সদস্য।

(৭) শৃঙ্খলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) জেনারেল সেক্রেটারি

(খ) কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন সদস্য যাহাদের মধ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

(৮) কমিটিসমূহেরে দায়িত্ব ও কার্যাবলি কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, ট্রেজারার ও সদস্যগণের পদত্যাগ।**— (১) ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি ও ট্রেজারার প্রেসিডেন্ট বরাবর লিখিত আবেদনক্রমে তাহার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তাহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে তাহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কাউন্সিলের কোনো সদস্য প্রেসিডেন্ট বরাবর লিখিত আবেদনক্রমে সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণের তারিখ হইতে তাহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(৩) প্রেসিডেন্টের অনুমতি ব্যতীত কাউন্সিলের কোন সদস্য কাউন্সিলের পর পর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন অথবা তাহার নাম কোনো কারণে ধারা ২৩ এর অধীন সদস্য-রেজিস্টার হইতে অপসারিত হয় তাহা হইলে তাহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কাউন্সিলের পদশূন্যতা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি কাউন্সিলের অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের মেয়াদ অবসানের তারিখের পূর্ববর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সংঘটিত একটি নৈমিত্তিক পদশূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, তবে উক্ত শূন্যপদ কাউন্সিল কর্তৃক অধিকাংশের সম্মতিতে উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে কো-অপ্টের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে।

(৬) কাউন্সিলের কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবেনা বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। **ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী**।— ১) ইনস্টিটিউটের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন, যিনি ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ইনইস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহীর পদটি চুক্তিভিত্তিক হইবে এবং তিনি ৩ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহী নিয়োগের পর কোন কারণে প্রধান নির্বাহীর পদ শূণ্য হইলে কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে ইনিস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা জেনারেল সেক্রেটারি উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

২) উপধারা ১ এর অধীনে একজন পূর্ণকালীন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ মনোনীত একজন কর্মকর্তা ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।— (১) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাহী পরিচালক ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ও কর্মচারীগণের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকরির শর্তাবলী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। **সদস্য-রেজিস্টার**।— (১) কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউটের সদস্যগণের নাম ও তথ্য সম্বলিত সদস্য-রেজিস্টার নামীয় এক বা একাধিক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

(২) কাউন্সিল প্রতিবৎসর ইনস্টিটিউটের সদস্যদের নামের একটি হালনাগাদ তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার কপি ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির পর ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক সদস্য কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত বার্ষিক সদস্য ফি এবং অন্যান্য ফি পরিশোধ করিবেন।

১৮। **সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ** ।— (১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য হইবেন, যথা:-

(ক) যাহার বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে;

(খ) যিনি ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ লাভের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়াছেন;

(গ) যিনি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়া উক্ত ইনস্টিটিউটের সদস্য হইয়াছেন, যাহা কাউন্সিল কর্তৃক ইনস্টিটিউটের সমমান হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কাউন্সিল কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য কোনো শর্ত আরোপ করা হইলে উহা পূরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিগণ কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে সদস্য রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য-রেজিস্টারে তাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিল উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(৪) কাউন্সিল উপ-ধারা (৩) এর অধীন সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন নামঞ্জুর করিলে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৯। বিদেশী নাগরিক কর্তৃক ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ: ১) কোন বিদেশী নাগরিক উক্ত ইনস্টিটিউটের সদস্য হইতে পারিবেন। তাদের সদস্যপদের যোগ্যতা ও শর্তাবলী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২০। সদস্যভুক্তির অযোগ্যতা।—১) ধারা ১৮ এর বিধান সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি তাহার নাম সদস্য-রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(গ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নৈতিক স্খলনের সহিত জড়িত অপরাধে অথবা তাহার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তৎকর্তৃক কৃত, কারিগরি প্রকৃতির নহে, এইরূপ অপরাধে দন্ডিত হইয়া থাকেন;

(ঘ) ধারা ২১ এর অধীন পেশাগত অসদাচরণ করেন এবং ধারা ১৮ এ বর্ণিত যোগ্যতা ও শর্তাবলী অনুযায়ী অযোগ্য না হন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইনস্টিটিউট এর সদস্য পদ হইতে অপসারণ করা হইলে তিনি উক্ত মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহার নাম সদস্য-রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করাইবার অধিকারী হইবেন না।

২১। পেশাগত অসদাচরণ।— (১) কোন একচুয়ারি পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি-

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নামে একচুয়ারি হিসাবে প্র্যাকটিস করিতে অনুমতি প্রদান করেন;

(খ) সদস্য নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাহার পেশাগত কাজ বাবদ প্রাপ্ত ফি এর অংশবিশেষ হিস্যা, কমিশন বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করেন, প্রদান করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন বা প্রদান করিতে সম্মত হন;

(গ) ইনস্টিটিউটের সদস্য নন এমন ব্যক্তিকে, অথবা তার অংশীদার নন এমন সদস্যকে, তার পক্ষে বা তার ফার্মের পক্ষে কোনও মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার অনুমতি দিয়া থাকেন;

(ঘ) পেশাগত সাফল্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন দলিল, ভিজিটিং কার্ড, চিঠির প্যাড বা সাইন বোর্ডে এমন কোন ডিগ্রীর উল্লেখ করেন যাহার কোন আইনগত ভিত্তি নাই বা যাহা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নয়;

(ঙ) কাউন্সিল কর্তৃক অননুমোদিত এবং একচুয়ারিয়াল পেশার সহিত সম্পর্কিত নয়, এমন কোন ব্যবসা বা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন;

(চ) প্রাইভেট প্র্যাকটিসরত অথচ সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে তাহার পক্ষে এমন কিছু দলিল সত্যায়িত বা সার্টিফাই করিবার জন্য অনুমতি দেন যাহা শুধুমাত্র একচুয়ারিকেই সত্যায়িত বা সার্টিফাই করিতে হয়;

(ছ) তাহার চাকুরী বা দায়িত্ব পালনের সুবাদে জানা এমন কোন গোপন তথ্য, প্রচলিত কোন আইন অনুযায়ী বা নিয়োগকারী কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত না হইয়া, ফাঁস করিয়া দেন।

(জ) অন্য কোনো একচুয়ারির কর্তৃক পূর্বে ধারণকৃত পদ এমন শর্তে গ্রহণ করেন যাহা অবমূল্যায়ন (undercutting) হিসেবে বিবেচিত হইয়া থাকে; অথবা

(ঝ) তিনি কমিশন বা পারিতোষিকের হিসেবে তাহার কাজের কোনো ফি, কোন মুনাফা বা আয়ের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন বা গ্রহণ করিতে সম্মত হন; অথবা

(ঞ) তিনি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারি আদালত কর্তৃক এমন কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন যার দন্ড ছয় মাসের বেশি; অথবা

(ট) কাউন্সিলের মতে তিনি তার কর্মকান্ডের ফলে পেশা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেন, তা তার পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কিত হউক বা না হউক।

(ঠ) অন্য কোনো একচুয়ারি পূর্বে ধারণকৃত দায়িত্ব তিনি তাহার সাথে লিখিতভাবে যোগাযোগ না করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথবা

(ড) কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য প্রস্তুতকৃত কোনো বিবৃতি, রিটার্ন বা ফর্মে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন;

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(ঢ) ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য না হয়েও ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য হিসেবে পরিচয় প্রদান করেন এবং প্র্যাকটিস করিয়া থাকেন;

(ণ) যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ব্যতিরেকে কাউন্সিল বা এর কোনও কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন;

(ত) পেশাগত দায়িত্ব পালনের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ আত্মসাৎ বা তসরুফ করিয়া থাকেন;

(থ) এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত কোন বিধান ও নির্দেশনার লংঘন করিয়া থাকেন;

(২) প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করিয়া বা স্বাধীনভাবে (Independently) একচুয়ারি হিসাবে কর্মরত না থাকিয়া অন্য কোন চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা থাকেন, এমন কোন সদস্য অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি,-

(ক) কোন কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির কর্মচারী হইয়া তাহার চাকুরীর বেতনের কোন অংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন, প্রদান করিবার অনুমতি দেন বা তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী, একচুয়ারি বা দালালের নিকট হইতে কমিশন বা বখশিস হিসাবে তাহার আয়ের কিছু অংশ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন;

(গ) তিনি বা তাহার প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবৃতি প্রত্যয়ন করিয়া থাকেন বা দাখিল করিয়া থাকেন, যদি না উক্ত বিবৃতি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তাহার দ্বারা অথবা তাহার প্রতিষ্ঠানের কোনো অংশীদার বা কর্মচারী অথবা অন্য কোনো কার্যরত একচুয়ারি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া না থাকে;

(৩) প্রাইভেট প্র্যাকটিসরত কোন একচুয়ারির পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি-

(ক) দায়িত্ব পালনের সূত্রে প্রাপ্ত কোন তথ্য নিয়োগকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন;

(খ) প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্পর্কিত কোন প্রতিবেদন, কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া, সত্যায়িত করিয়া থাকেন;

(গ) তাহার প্রতিষ্ঠান বা তাহার প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারের উল্লেখযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এমন কোনো ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে মতামত প্রদান করিয়া থাকেন অথবা মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবৃতি প্রদান করিয়া থাকেন, যদি না তিনি উক্ত স্বার্থের বিষয়টি তাহার প্রতিবেদনে প্রকাশ না করিয়া থাকেন; অথবা”

(ঘ) তাহার জানামতে কোন বাস্তব ঘটনা, প্রতিবেদন বা মতামত গোপন করিবার জন্য সাহায্য করেন, যদিও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বা মতামতকে বিভ্রান্তিমুক্ত করিবার জন্য উহা প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় ছিল;

(ঙ) যদি তিনি পেশাগতভাবে কোন মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন কিন্তু তিনি উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবৃতিতে তার জানা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন — অথচ উক্ত তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন যাহাতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবৃতিটি বিভ্রান্তিকর না হয়;

(চ) তাহার পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলা করিয়া থাকেন; এবং

(ছ) তাহার মক্কেলের অর্থ কোন পৃথক হিসাবে জমা রাখিতে বা উক্ত টাকা যে উদ্দেশ্যে খরচ করিবার জন্য নির্ধারিত তাহা করিতে ব্যর্থ হন।

(৪) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন নির্দেশনা পরিপালন না করেন।

২২। **পেশাগত অসদাচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ**।— (১) কোন তথ্য বা অভিযোগের ভিত্তিতে বা কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন সদস্য পেশাগত বা অন্য কোনভাবে ধারা ২২ এর অধীন কোন অসদারচরণে লিপ্ত বা অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত, তাহা হইলে কাউন্সিল বিষয়টি তদন্ত করিবার জন্য পৃথক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং পৃথক কমিটি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তদন্তপূর্বক উহার তদন্তের প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন পেশাগত অসদাচণের দায়ে দোষী নহেন, তাহা হইলে অভিযোগটি খারিজ করিয়া দিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর যদি কাউন্সিল মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন পেশাগত অসদাচরণের দায়ে দোষী, তাহা হইলে কাউন্সিল তাহাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) তিরস্কার;

(খ) রেজিস্টার হইতে সাময়িকভাবে নাম অপসারণ; বা

(গ) রেজিস্টার হইতে স্থায়ীভাবে নাম অপসারণ।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ সদস্য কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) কাউন্সিল উপ-ধারা (৪) এর উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। **সদস্য-রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণ।**— (১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো সদস্যের নাম সদস্য-রেজিস্টার হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যথা:- যদি তিনি-

(ক) মৃত্যুবরণ করেন;

(খ) অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হন;

(গ) পেশাগত অসদাচরণের দায়ে অপসারিত হন;

(ঘ) তাহার নাম সদস্য-রেজিস্টার হইতে অপসারণের জন্য কাউন্সিলের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া থাকেন;

(ঙ) ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত ফি পরিশোধ না করিয়া থাকেন; অথবা

(চ) সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন অথবা তৎপরবর্তী কোনো সময়ে ধারা ১৮ এর অধীন অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন অথবা অন্য কোনো কারণে সদস্য-রেজিস্টারে তাহার নাম সংরক্ষণের অধিকার হারাইয়া . থাকেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সদস্য-রেজিস্টার হইতে কোনো সদস্যের নাম অপসারিত হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হইবার ৬০ দিনের মধ্যে ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৪। **সদস্য-রেজিস্টারে শাস্তি সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সনদ বাতিলকরণ।**— (১) এই অধ্যাদেশের অধীন ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্যকে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদেশ প্রদান করা হইলে সদস্য-রেজিস্টারে উক্ত সদস্যের নামের বিপরীতে শাস্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) ধারা ২৩ এর বিধান অনুযায়ী কোনো সদস্যের নাম সদস্য-রেজিস্টার হইতে অপসারিত হইলে তাহার অনুকূলে প্রদত্ত এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য এবং পেশা পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ প্রত্যাহার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাতিল করিতে হইবে।

২৫। **সদস্যদের শ্রেণী ও মর্যাদা।**— (১) ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ ফেলো, এসোসিয়েট ও স্টুডেন্ট সদস্য এই তিন শ্রেণির পদাধিকারী হইবেন।

(২) কোন সদস্য ফেলো হইবার জন্য যোগ্য হইবেন, যদি তিনি-

(ক) ইনস্টিটিউটের ফেলো হওয়ার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অব্যাহতি প্রাপ্ত হন এবং কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করেন; অথবা

(খ) তিনি অন্য কোনো একচুরিয়াল পেশাগত সংস্থার ফেলো হন, যা আন্তর্জাতিক একচুয়ারিয়াল এসোসিয়শনের (IAA) পূর্ণ সদস্য;

(গ) তাহার আবেদনের কাউন্সিল তাহাকে ফেলো হিসাবে অনুমোদন করে; এবং

(ঘ) তিনি প্রবেশ ফি ও বার্ষিক সদস্যপদ ফি প্রদান করেন।

(৩) কোনো সদস্য এসোসিয়েট হইবার জন্য যোগ্য হইবেন, যদি তিনি —

(ক) ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট হইবার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ বা অব্যাহতি প্রাপ্ত হন এবং পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করেন; অথবা

(খ) তিনি অন্য কোনো একচুয়ারিয়াল পেশাগত সংস্থার এসোসিয়েট হন, যা আন্তর্জাতিক একচুরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের (IAA) পূর্ণ সদস্য;

(গ) তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে কাউন্সিল তাহাকে সহযোগী হিসাবে অনুমোদন করে; এবং

(ঘ) তিনি প্রবেশ ফি ও বার্ষিক সদস্যপদ ফি প্রদান করেন।

(৪) কোনো সদস্য শিক্ষার্থী হইবার জন্য যোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী হইবার জন্য আবেদন করেন এবং পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত শিক্ষার্থীভুক্তির মানদণ্ড পূরণ করেন;

(খ) তিনি নির্ধারিত ফি ও বার্ষিক চাঁদা প্রদান করেন।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(৫) উপধারা ২ এর অধীন ফেলো হিসাবে রিজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইলে তিনি তাহার নামের শেষে (FIAB) শব্দ সংক্ষেপ ব্যবহারের অধিকারী হইবেন। এবং উপধারা ৩ এর অধীন এসোসিয়েট হিসেবে রেজিস্টারে কারও নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইলে তিনি নামে শেষে AIAB ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) (৩) (৪) এর অধীনে দাখিলকৃত কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহা যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) বাংলাদেশ একচুয়ারিয়াল ইনস্টিটিউটের কোন স্টুডেন্ট সদস্য কোন প্রকার নির্বাচন ও অত্র আইনের অধীনে গঠিত কোন কমিটিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৮) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কাউন্সিলের নিকট কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৬। **পেশা পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ** ।— (১) ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত পেশা পরিচালনার সনদ প্রাপ্ত হইলে তিনি বাংলাদেশে পেশা পরিচালনার অধিকারী হইবেন।

(২) কাউন্সিল ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্যকে, কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে আবেদন এবং সনদের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক ফি পরিশোধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে, পেশা পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিবে।

(৩) সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক সদস্য কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও হারে বার্ষিক ফি পরিশোধ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সনদপ্রাপ্ত সদস্য কোনো আর্থিক বৎসরের নির্ধারিত বার্ষিক ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তজ্জন্য তাহার পেশা পরিচালনার সনদ বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) পেশায় নিয়োজিত সদস্যগণের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কর্তব্যসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৭। সদস্যগণ একচুয়ারি রুপে পরিচিত হইবেন।— (১) শিক্ষার্থী সদস্য ব্যতীত প্রত্যেক সদস্য একচুয়ারিরূপে পরিচিত হইবেন এবং উক্তরূপ পরিচিতির পদবি ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং উহার অতিরিক্ত অথবা প্রতিস্থাপিত কোনো পদবি ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো সদস্য বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত কোনো একচুয়ারিয়াল ইনস্টিটিউট এর সদস্যপদ নির্দেশক বর্ণনা অথবা পদবিসূচক শব্দ সংক্ষেপ তাহার নামের সহিত যুক্ত করিবার অধিকারী বা যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে উহা তাহার নামের সহিত যুক্ত করা হইতে অথবা কোনো ফার্ম যাহার সকল সদস্য ইনস্টিটিউটের সদস্য এবং পেশা পরিচালনারত উহাকে একচুয়ারিয়াল ফার্ম নামে পরিচিত হওয়া হইতে বারিত করিবে না।

২৮। ইনস্টিটিউটের তহবিল।— (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক)দেশের বীমা শিল্পে একচুয়ারি সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান নীতিমালার ১৩ নং নীতির অধীন গঠিত **'একচুয়ারিয়াল সায়েন্স স্কলারশিপ তহবিল'** এর অর্থ অত্র ইনস্টিটিউটের তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে এবং **'একচুয়ারিয়াল সায়েন্স স্কলারশিপ তহবিল'** বিলুপ্ত হইবে।

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও বাজেট;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা, ফি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান;

(ঙ) শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও পরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ফি;

(চ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা হইতে প্রাপ্ত ফি;

(ছ) ইনস্টিটিউটের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়;

(জ) সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা;

(ঝ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ঋণ বা অনুদান; এবং

(ঞ) অনুমোদিত অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা ও ব্যয় করিতে হইবে।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(৩) এই আইনের অধীন সম্পাদিত কোন কার্য সংক্রান্ত ব্যয়সহ অন্যান্য সকল দায় ইনস্টিটিউটের তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিলের অর্থ কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে কোনো নিরাপদ তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং কোনো সরকারি সিকিউরিটি অথবা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সিকিউরিটিতে অথবা ব্যাংক হিসাবে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তপশিলি ব্যাংক অর্থ Bangladesh Bank Order, ১৯৭২ (P.O. No. ১২৭ of ১৯৭২) এর Article ২ (J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

২৯। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।— (১) ইনস্টিটিউট, যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে Bangladesh Chartered Accountants Order, ১৯৭৩ (President's Order No. ২ of ১৯৭৩) এর Article ২(১)(b) এ সংজ্ঞায়িত 'chartered accountant' ফার্ম দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক 'chartered accountant' ফার্ম নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপে নিয়োগকৃত 'chartered accountant' ফার্ম কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের কোনো সদস্য অথবা যিনি এইরূপ সদস্যের সহিত একজন অংশীদাররূপে বিদ্যমান এইরূপ কোনো ব্যক্তি এই উপ-ধারার অধীন নিরীক্ষকরূপে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগকৃত 'chartered accountant' ফার্ম ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স শিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউটের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার পর নিয়োগকৃত "chartered accountant" ফার্ম ইনস্টিটিউটের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পর যত দ্রুত সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী নভেম্বরের ৩০ (ত্রিশ) তম দিবসের পর নহে, এইরূপ সময়ে, ইনস্টিটিউট উহা প্রকাশ করিবে এবং উহার একটি কপি সরকার, বীমা উন্নয়ণ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের এবং, প্রয়োজনে, ইনস্টিটিউটের সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করিবে।

৩০। **কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান**।— ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি জনস্বার্থে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকিবে, যাহা এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, ইনস্টিটিউট উচ্চ পেশাগত মানদন্ড বজায় রাখিয়াছে এবং বীমা পেশার উন্নয়নে উহার দায়িত্বসমূহ পালন করিয়াছে।

৩১। **প্রতারণামূলকভাবে ইনস্টিটিউটের সদস্য দাবি করিবার দন্ড** ।— (১) কোনো ব্যক্তি যদি-

(ক) ইনস্টিটিউটের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ইনস্টিটিউটের একজন সদস্যরূপে পরিচয় প্রদান করেন অথবা একচুয়ারি অথবা সমজাতীয় পেশা, যেমন- সার্টিফাইড একচুয়ারি, এসোসিয়েট একচুয়ারি, অথোরাইজড একচুয়ারি বা অনুরূপ উপাধি অথবা উহার শব্দসংক্ষেপ এইরূপ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন যে, তিনি একজন একচুয়ারি; অথবা

(খ) ইনস্টিটিউটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পেশা পরিচালনার সনদ গ্রহণ না করিয়া নিজেকে এইরূপভাবে উপস্থাপন করেন যে, তিনি দফা (ক) তে বর্ণিত পেশায় কর্মরত;

তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা সমিতি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তাহা ক্ষুন্ন না করিয়াও, প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রতিবারের জন্য ৩(তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে।

৩২। **প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের নাম ব্যবহারের দন্ড** ।— (১) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে যদি কোনো ব্যক্তি, সমিতি, ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান-

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(ক) জনসাধারণকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে বা জনসাধারণ প্রতারিত হইতে পারে এইরূপ ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের নাম বা সিলমোহর অথবা নাম বা সিলমোহরের সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো নাম বা সিলমোহর ব্যবহার করেন; অথবা

(খ) এইরূপ কোনো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা অথবা উপাধি প্রদান বা অনুমোদন করেন, যাহা এই পেশাকে নির্দেশিত করে বা নির্দেশনার ইঙ্গিত বহন করে;

তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি, সমিতি, ফার্ম উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে, তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য যে সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Proceedings) গ্রহণ করা যায় তাহা ক্ষুণ্ন না করিয়া প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রতিবারের জন্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে।

(৩) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইনস্টিটিউট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রদত্ত কোনো ডিপ্লোমা, সনদ অথবা উপাধি যাহা যোগ্যতার দিক হইতে ইনস্টিটিউটের যোগ্যতার ইঙ্গিতবাহী হইলেও সরকারের মতে যাহাতে একচুয়ারির এর জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহের ঘাটতি রহিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে ইনস্টিটিউটের একজন সদস্যের একচুয়ারিয়াল পেশায় যেইরূপ শিক্ষাগত অথবা পেশাগত যোগ্যতাসমূহ অথবা উপযুক্ততা থাকা প্রয়োজন সেইরূপ কোনো কিছু বুঝাইতেছে না অথবা ইঙ্গিত করিতেছে না তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং শর্ত আরোপ সাপেক্ষে, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, উক্তরূপ ডিপ্লোমা, সনদ এবং উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এবং (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৩৩। **একচুয়ারিয়াল পেশায় নিয়োজিত হইবার অযোগ্যতা** ।— (১) বাংলাদেশে অথবা অন্যত্র যেকোনো স্থানেই নিবন্ধিত হউক না কেন, পেশায় নিয়েজিত সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি একচুয়ারিয়াল পেশায় নিয়োজিত হইলে উক্ত কার্য হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ।

(২) কোনো কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে প্রতিবার অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হইবে।

৩৪। **অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক দলিলসমূহে স্বাক্ষর করিবার দন্ড** ।— (১) ইনস্টিটিউটের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি একচুয়ারিয়াল ইনস্টিটিউটের পক্ষে তাহার নিজ বা পেশাগত ক্ষমতায় কোনো দলিলে স্বাক্ষর করিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ স্বাক্ষর প্রদান করা হইলে উক্ত কার্য হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রতিবারের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে।

৩৫। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন** ।— (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত কোম্পানির এইরূপ মালিক, পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, অন্য কোনো কর্মচারী উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা হইলেও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারি মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে কেবল অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) 'কোম্পানি' অর্থে যেকোনো সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বা সংস্থা বা এজেন্টও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এক বা একাধিক যৌথ মালিকানাধীন সংঘকে বুঝাইবে যাহার মধ্যে ফার্ম বা অন্যান্য সমিতিও অন্তর্ভুক্ত এবং ধারা ৩২ ও ৩৩ এর অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাধীন সংঘকে বুঝাইবে; এবং

(খ) 'পরিচালক' অর্থে ফার্মের অংশীদারকে বুঝাইবে।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৬। মান নির্ধারণ ও যাচাইকরণ বোর্ড গঠন ।— ১। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একটি মান নির্ধারণ ও যাচাইকরণ বোর্ড গঠন করিতে পারিবে, যাহাতে একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন। নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে উক্ত বোর্ড গঠিত হইবে:

ক) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি;

খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি

ঘ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি

(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অবশ্যই আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা, অর্থ, হিসাববিজ্ঞান অথবা পাবলিক প্রশাসন বা একচুয়ারিয়াল বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের (person of eminence) মধ্য হইতে নিয়োগ দেওয়া হইবে;

(৩) বোর্ডের সদস্যদের টার্মস অব রেফারেন্স, দায়িত্ব কর্তব্য ও সম্মানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৪) উক্ত বোর্ডের যাবতীয় ব্যয়ভার ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩৭। মান নির্ধারণ ও যাচাইকরণ বোর্ডের সদস্যদের কার্যক্রম ।— ১) বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান নির্ধারণ করা;

(খ) একচুয়ারিয়াল নিরীক্ষাসহ ইনস্টিটিউটের সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত সেবার গুণগত মান পর্যালোচনা করা; এবং

(গ) ইনস্টিটিউটের সদস্যদেরকে সেবার মান উন্নয়ন ও বিভিন্ন আইনগত এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা পালনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৩৮। **মামলা, তদন্ত ও বিচার** ।— (১) সরকার, কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউট অথবা কাউন্সিলের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ ব্যতীত এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো মামলা রুজু করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠিত হইবে।

৩৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪০। বাধা অপসারণের ক্ষমতা- (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধা উদ্ভূত হইলে, কর্তৃপক্ষ সরকারি গেজেটে আদেশ প্রকাশের মাধ্যমে, এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নয়— এমন যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহা উক্ত অসুবিধা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৪১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ** ।— (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ